তারিখ 14 MAY 2005
পৃষ্ঠা ৩

দৈনিক
ইত্তেফাক

ঢাবি সিনেটে শিক্ষক-প্রতিনিধি নির্বাচন ২৫ মে ॥ আজ নমিনেশন জমা

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

আগামী ২৫ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের ৩৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ২০ (১)-এর এল অনুযায়ী এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি সরগরম হয়ে উঠেছে। বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত সাদা দল এবং আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল দল ইতিমধ্যে তাদের প্যানেল চূড়ান্ত করেছে। উভয় দলই এ নির্বাচনে পূর্ণ প্যানেলে বিজয়ী হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। আজ শনিবার নমিনেশন জমা দেয়া এবং আগামী ১৭ মে প্রত্যাহারের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবি সিনেটে

(প্রথম পৃঃ পর)

অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ সুষ্ঠু ও সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, এ নির্বাচন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সঠিক সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সাদা দলের যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ফেরদৌস হোসেন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন, গণতান্ত্রিক পরিবেশ, উচ্চশিক্ষার সংকট দূর করে শিক্ষার মান নিশ্চিত, মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ, সেশনজট দূর করা এবং শিক্ষকদের পেশাগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি। নীল দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক আর আই এম আমিনুর রশীদ বলেন, এবারের নির্বাচনে আমরা খুবই আশাবাদী। শিক্ষার পরিবেশ সমুন্নত রাখার জন্য এবং দলীয়ভাবে নিয়োগ ও নিয়ম বহির্ভূত কাজ বন্ধের জন্য সচেতন শিক্ষক সমাজ নির্বাচনে তাদের মতামত প্রয়োগ করবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সাদা দলের প্রার্থীরা হলেন- অধ্যাপক সদরুল আমিন (ইংরেজী বিভাগ), অধ্যাপক ইফতেখার-উল-আউয়াল (ইতিহাস), অধ্যাপক সাইদুর রহমান, অধ্যাপক শাহজাহান মিয়া (বাংলা), অধ্যাপক তাজমেরী এস এ ইসলাম (রসায়ন), অধ্যাপক আব্দুর রব (ভূগোল ও পরিবেশ), অধ্যাপক ড. আনোয়ারুল ইসলাম (রসায়ন), অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ার উদ্দিন চৌধুরী (ফলিত রসায়ন), ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম (পদার্থ), লুৎফর রহমান (পরিসংখ্যান), অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন (আইন), অধ্যাপক আবু আহমেদ (অর্থনীতি), অধ্যাপক ড. শামসুদ্দিন আহমেদ (অর্থনীতি), অধ্যাপক ইউ এ বি রাজিয়া আক্তার বানু (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), অধ্যাপক ফেরদৌস হোসেন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), অধ্যাপক কামরুল আহসান চৌধুরী (সমাজ বিজ্ঞান), অধ্যাপক জাহিদুল ইসলাম (নৃবিজ্ঞান), অধ্যাপক মাসুদা এম রশিদ চৌধুরী (সমাজ বিজ্ঞান), অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম খান (অণুজীব বিজ্ঞান), অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান (প্রাণিবিদ্যা), অধ্যাপক মোজাম্মেল হক (অণুজীব বিজ্ঞান), অধ্যাপক লায়লা নূর ইসলাম (প্রাণ রসায়ন), অধ্যাপক আমিনুর রহমান মজুমদার ও অধ্যাপক আখতার হোসেন খান (মৃত্তিকা পানি ও পরিবেশ), অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (ব্যবস্থাপনা), অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন (ব্যবস্থাপনা), ড. আব্দুল হান্নান মিয়া (ব্যবস্থাপনা), অধ্যাপক মিজানুর রহমান (মার্কেটিং), ড. আব্দুস সবুর মোল্লা (ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং), ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম (ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং), অধ্যাপক আব্দুর রশীদ (ফার্মেসী), আবুল হাসনাত, খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. শেখ নজরুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. এ এস এম আতীকুর রহমান ও তাহমিনা আখতার।

নীল দলের প্রার্থীরা হলেন- অধ্যাপক আর আই এম আমিনুর রশীদ (পদার্থ), অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক (সাংবাদিকতা), অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশীদ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ (ইতিহাস), অধ্যাপক শরিফ উল্লাহ ভূঁইয়া (ইতিহাস) অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন মোল্লা (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), অধ্যাপক ড. মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ (পদার্থ), অধ্যাপক জামাল উদ্দিন (আইআর), অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী (অর্থনীতি), অধ্যাপক সাদেকা হালিম (সমাজ বিজ্ঞান), ড. রহমত উল্যাহ (আইন), অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী (ম্যানেজমেন্ট), অধ্যাপক ড. এম এ মান্নান (ম্যানেজমেন্ট), অধ্যাপক ড. শওকাত হোসেন (ইংরেজী), ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান (ফার্সী ও উর্দু), অধ্যাপক আ ব ম ফারুক (ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী), ড. আবু সারা শামসুর রউফ (ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী), অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীন (পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান), অধ্যাপক রফিকুন নবী (চারুকলা), অধ্যাপক আবুল হাশেম খান (চারুকলা), অধ্যাপক মুনতাসির উদ্দিন খান মামুন (ইতিহাস), অধ্যাপক ড. এস এম ইমামুল হক (মৃত্তিকা পানি ও পরিবেশ), অধ্যাপক আফতাব উদ্দিন (প্রাণ রসায়ন), অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন (প্রাণ রসায়ন), অধ্যাপক ড. এমএ মালেক (অণুজীব বিজ্ঞান)।